উঠিতেই সে সোরগোল তুলিয়া ফেলিল। সেই সোরগোলে একেবারে শিক্ষক-মণ্ডলী পর্যন্ত কাঁপিয়া উঠিলেন। আপিসে ডাকাইয়া আনিয়া হেড্‌মাস্টার তাহাকে ক্ষমা চাহিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। একজন শিক্ষক বলিয়াছিলেন—গাধা নয় রে, গাধা নয়, হাতী—হাতীর বাচ্চা। গজেন্দ্রগমন একটু ধীরই বটে। আজ বুঝবি না বড় হ'লে বুঝবি।...

সে-কথাটা এখন সে মর্মে মর্মে বুঝিতেছে। বাবুদের সেই ছেলেটি বার-দু'য়েক ফেল করার পর শেষে তৃতীয় বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করিয়া আজ লোকাল-বোর্ড, ডিস্ট্রীক্ট-বোর্ডের মেম্বর, ইউনিয়ন-বোর্ডের প্রেসিডেন্ট, অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট। প্রতিমাসে দেবুকে ইউনিয়ন-বোর্ডে গিয়া পাঠশালার সাহায্যের জন্য তাহার সম্মুখে হাত পাতিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়। ছিরু পালও সম্প্রতি ইউনিয়ন-বোর্ডের মেম্বর হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে সে-ও আসিয়া জিজ্ঞাসা করে—কি গো, পাঠশালা চলছে কেমন?

দেবুর মাথায় মধ্যে আগুন জ্বলিয়া উঠে।—

সেদিন একখানা ছেলেদের বইয়ে একটা ছড়া দেখিল—'লেখাপড়া করে যেই, গাড়ী ঘোড়া চড়ে সেই।' দেবু সে লাইনটি বার বার কলম চালাইয়া কাটিয়া দিল। তারপর বোর্ডের উপর খড়ি দিয়া লিখিয়া দিল—লেখাপড়া করে যেই—মহামানী হয় সেই।

তারপর আরম্ভ করিল—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের গল্প।

* * *

মধ্যে মধ্যে তাহার মনে হয়, সে যদি ইউনিয়ন-বোর্ডের ওই প্রেসিডেন্টের আসনে বসিতে পারিত, তবে সে দেখাইয়া দিত ওই আসনের মর্যাদা কত! কত—কত—কত কাজ সে করিত! সে কল্পনা করিত—অসংখ্য পাকা রাস্তা! প্রতি গ্রাম হইতে লাল কাঁকরের সোজা রাস্তা বাহির হইয়া মিলিত হইয়াছে এই ইউনিয়নের প্রধান গ্রামের—একটি কেন্দ্রে; সেখান হইতে একটি প্রশস্ত রাজপথ চলিয়া গিয়াছে জংসন শহরে। ওই রাস্তা দিয়া চলিয়াছে সারি সারি ধান-চালে বোঝাই গাড়ী, লোকে ফিরিতেছে পণ্য-বিক্রয়ের টাকা লইয়া, ছেলেরা স্কুলে চলিয়াছে ওই পথ ধরিয়া। সমস্ত গ্রামের জঙ্গল সাফ হইয়া—ডোবা বন্ধ হইয়া একটি পরিচ্ছন্নতায় চারিদিক ভরিয়া উঠিয়াছে। সমস্ত স্থান-গুলিতে ছড়াইয়া দিয়াছে দোপাটি ফুলের বীজ; দোপাটি শেষ হইলে গাঁদার বীজ। ফুলে ফুলে গ্রামগুলি আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে। প্রতিগ্রামের প্রতিপল্লীতে একটি করিয়া পাকা ইঁদারা খোঁড়া হইয়াছে। কোনো পুকুরে এক

কণা আবর্জনা নাই, কালো জল টলটল করিতেছে—পাশে-পাশে ফুটিয়া আছে শালুক ও পানাড়ীর ফুল। কোর্ট-বেঞ্চের সুবিচারে সমস্ত অন্যায়, অত্যাচারের প্রতিবিধান হইয়াছে—কঠিন-হস্তে সে মুছিয়া দিতেছে উৎপীড়ন ও অবিচার।—এই সমস্তই সে সম্ভব করিয়া তুলিতে পারে; সুযোগ পাইলে সে সম্ভব করিয়া তুলিতে পারে; সুযোগ পাইলে সে প্রমাণ করিয়া দিতে পারে যে, স্থূলকায় মন্থরগতি চতুষ্পদ হইলেই সে হাতী নয়, সোনার খুর-বাঁধানো হৃষ্টপুষ্ট হইলেও গর্দভ চিরদিনই গদভই।

ঈর্ষার উত্তেজনায়, কর্মের প্রেরণায় সে অধীর হইয়া উঠিয়া দাঁড়ায়, দ্রুতপদে ঘুরিয়া বেড়ায়, মধ্যে মধ্যে হাতখানা ভাঁজিয়া অতি দৃঢ় মুঠা বাঁধিয়া পেশি ফুলাইয়া কঠিন কঠোর করিয়া তোলে। সকল দেহমন ভরিয়া সে যেন শক্তির আলোড়ন অনুভব করে!

তাহার স্ত্রীটি বড় ভাল মেয়ে। ধবধবে রঙ, খ্যাঁদা নাক, মুখখানি কোমল—অতি মিষ্টি তাহার চোখের দৃষ্টি। আকারে ছোটখাটো, মাথায় একপিঠ চুল—সরল সুন্দর তাহার মন। তাহার উপরে দেবুর মত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন স্বামীর সংস্পর্শে আসিয়া আপনাকে সে একেবারে হারাইয়া ফেলিয়াছে। মধ্যে মধ্যে দেবুর এই মূর্তি দেখিয়া সে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে—ও কি হচ্ছে গো? আপনার মনে—

দেবু হাসিয়া বলে—ভাবছি আমি যদি রাজা হ'তাম।

—রাজা হতে! সে কি গো?

—হ্যাঁ। তা হ'লে তুমি হতে রানী।

—হ্যাঁ—তাহার বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। কিন্তু কথাগুলি ভারি মজার কথা।

—তাই তো—পণ্ডিত রাজা হইলে সে রানী হইত ইহা তো খাঁটি সত্য কথা।

দেবু আরও খানিকটা গোল পাকাইয়া বলিল—কিন্তু রানী হলেও তোমার গয়না থাকত না।

অভিভূতা হইয়া গেল দেবুর বউ—সে স্তব্ধ হইয়া গেল।

দেবু হাসিয়া বলে—এ রাজার রাজ্য আছে, কিন্তু রাজা তো প্রজার কাছে খাজনা পায় না। ইউনিয়ন-বোর্ডের প্রেসিডেন্ট বুঝেছ? লোকের কাছে টাকা নিয়ে গ্রামের কাজ করতে হয়। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে হয়।

অন্তরে শুভ আকাঙ্ক্ষা এবং উচ্চ-কল্পনা থাকিলেই সংসারে তাহা পূর্ণ হয় না। পারিপার্শ্বিক অবস্থাটাই পৃথিবীতে বড় শক্তি। বার বার চেষ্টা

করিয়া দেবু সেটা উপলব্ধি করিয়াছে। শীতকালে বর্ষা নামিলেও ধানের চাষ অসম্ভব। বর্ষার সময় খুব উঁচু জমি দেখিয়া দেবু একবার আলুর চাষ করিয়াছিল; কিন্তু আলুর বীজ অঙ্কুরিত হইয়াই জলের স্যাঁতসেঁতানিতে মরিয়া গিয়াছিল। যে দুই-চারিটা গাছ বাঁচিয়াছিল—তাহাতে যে আলু ধরিয়াছিল, তাহার আকার মটর-কলাইয়ের মত বলিলে বাড়াইয়া বলা হইবে না। সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে রুদ্ধ রাখিয়া সে নীরবে পাঠশালার কাজ করিয়া যায়। এবং নিজের গ্রামখানির একটি ভবিষ্যৎ-রূপকে মাতৃগর্ভের ভ্রূণের মত বিধাতার কল্পনায় লালন করিয়াও যায় মনে মনে। গ্রামের ছোট-খাটো সকল আন্দোলন হইতে সে নিজে যথাসাধ্য পৃথকই থাকিতে চায়। সে জানে ইহাতে তাহার মত অবস্থার লোকের ক্ষতিই হয়। সে পাঠশালার বাঁধিত দলাদলিতে তাহার না থাকাই উচিত—তবু সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া তাহার আকাঙ্ক্ষা কল্পনা এমনি ধারায় আন্দোলন উত্তেজনার স্পর্শ পাইবামাত্র নাচিয়া বাহির হইয়া আছে।

গ্রামখানির যাবতীয় অভাব-অভিযোগ, ত্রুটি-বিশৃঙ্খলা তাহার নখদর্পণে! গ্রামের সামাজিক ইতিহাস সে আবিষ্কারকের মত খুঁজিয়া খুঁজিয়া সংগ্রহ করিয়াছে। গ্রামের কামার, ছুতার, নাপিত, পুরোহিত, দাই, চৌকিদার, ধোপা প্রভৃতির কাহার কি কাজ, কি বৃত্তি, কোথায় ছিল তাহাদের চাকরাণ জমি, সমস্তই সে যেমন জানিয়াছে এমনটি আর কেহ জানে না। বিগত পাঁচ পুরুষের কালের মধ্যে গ্রামের পঞ্চায়েৎ-মণ্ডলীর কীর্তি-অপকীর্তির ইতিহাসও আমূল তাহার কণ্ঠস্থ।

* * *

চণ্ডীমণ্ডপের আটচালায় বসিয়া পাঠশালায় পড়াইতে পড়াইতে দেবু ঘোষ চণ্ডীমণ্ডপটির কথা ভাবে। এই চণ্ডীমণ্ডপটি একদিন ছিল গ্রামের হৃৎপিণ্ড, সমস্ত জীবনী-শক্তির কেন্দ্রস্থল। পূজাপার্বণ, আনন্দ, উৎসব, অন্নপ্রাশন, বিবাহ শ্রাদ্ধ—সব অনুষ্ঠিত হইত এইখানে। অন্যায়-অবিচার-উৎপীড়ন, বিশৃঙ্খলা-ব্যভিচার-পাপ গ্রামের মধ্যে দেখা দিলে, এই চণ্ডীমণ্ডপেই বসিত পঞ্চায়েৎ। এই আসরে বসিয়া বিচার চলিত, শাসন করিয়া সে সমস্ত দূর করা হইত। গ্রামের ঠিক মধ্যস্থলে স্থাপিত এই চণ্ডীমণ্ডপ হইতে হাঁক দিলে গ্রামের সমস্ত ঘর হইতে সে ডাক শোনা যায়,—সে ডাক উপেক্ষা করিবার কাহারও সামর্থ্য ছিল না। আরও তাহার মনে আছে, চণ্ডীমণ্ডপের পাশ দিয়া সেকালে যে যতবার যাইত প্রণাম করিয়া যাইত। আজকাল আর মানুষ প্রণামও করে না।

মধ্যে মধ্যে তাহার মনে হয়, দেবতাকে—ঈশ্বরকে উপেক্ষা করিয়াই তাহারা এই পরিণতির পথে চলিয়াছে। দেবু নিত্য-নিয়মিত তিন সন্ধ্যা এখানে প্রণাম করে। 'আপনি আচরি ধর্ম' নীরবে সে পরকে শিখাইতে চায়।

নাস্তিকতার পরিণাম সম্পর্কে একটি ঘটনার কাহিনী তাহার অন্তরে অদ্ভুত প্রভাব বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। তাহার অবশ্য শোনা কথা, তাহার জীবন-কালে ঘটিলেও সে তখন ছিল নিতান্তই শিশু। তাহার বাল্যবন্ধু বিশ্বনাথ মহাগ্রামের মহামহোপাধ্যায় ন্যায়রত্নের পৌত্র। বিশ্বনাথের পিতা পণ্ডিত শশীশেখরের কাহিনী সেটি। পণ্ডিত শশীশেখর তাঁহার পিতা ওই ঋষিতুল্য ন্যায়রত্নের অমতে ইংরাজী শিখিয়া নাস্তিক হইয়া উঠিয়াছিলেন। এ দেশে ব্রাহ্মণসভা ডাকিয়া পুরাতন কালের কুসংস্কার বর্জনের একটা চেষ্টা করিয়াছিলেন। অধিবেশনটার তিনিই ছিলেন উদ্যোক্তা। সেই অধিবেশনে তিনি সর্বাগ্রে নারায়ণশিলা স্থাপন করিয়া অর্চনা না করার জন্য, ন্যায়রত্ন শিহরিয়া উঠিয়া প্রতিবাদ করেন। নাস্তিক শশীশেখর নাস্তিকতা-বাদের যুক্তিতে পিতার সহিত তর্ক করেন। ফলে সভা পণ্ড হয়। শুধু তাই নয়, উদ্‌ভ্রান্ত শশীশেখরের মৃত্যু হয় অপঘাতে, রেল এঞ্জিনের তলায় তিনি স্বেচ্ছায় কাটা পড়েন। ঘটনার সংঘটন তাই বটে, কিন্তু দেবু ঘোষ তাহার মধ্যে দেখিতে পায় কর্মফলের অলঙ্ঘ্য বিধান। দেবুর সব চেয়ে বড় দুঃখ—এই পরিণতি জানিয়াও ন্যায়রত্নের পৌত্র বিশ্বনাথও নাস্তিক হইয়া উঠিয়াছে! সে এখন কলিকাতায় এম-এ পড়ে। যখন আসে তখন দেবুর সঙ্গে দেখা করে। এম-এ ক্লাশের ছাত্র হইয়াও কিন্তু বিশ্বনাথ এখনও তাহার বন্ধুই আছে। বয়সে সে দেবুর পাঁচ-ছয় বৎসরের ছোট হইলেও দেবুর বন্ধু সে; স্কুলে ভাল ছেলে বলিয়া তাহাদের পরস্পরের ঘনিষ্ঠতা ছিল। তখন বিশ্বনাথ তাহাকে দেবু-দা বলিত। বয়সের সঙ্গে দেবু আপনার ও বিশ্বনাথের সামাজিক পার্থক্য বুঝিয়া বলিয়াছিল—তুমি আমাকে দাদা বল না কিন্তু ভাই; আমার ওতে অপরাধ হয়! কিন্তু তখন হইতে দেবুকে বলে দেবু-ভাই। এখন তাহার বন্ধু—সত্যকারের বন্ধু। কখনও শ্রেষ্ঠত্বের এতটুকু তীক্ষ্ণাগ্র কণ্টক-স্পর্শ সে তাহার সান্নিধ্যে অনুভব করে না। এই বিশ্বনাথও সন্ধ্যাহ্নিক করে না, এই চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়াও কখনও দেবতাকে প্রণাম করে না।

দেবু কিছুদিন আগে এই চণ্ডীমণ্ডপ সম্বন্ধে তাহার চিন্তার কথা বিশ্বনাথকে বলিয়াছিল; কি করিয়া এই চণ্ডীমণ্ডপটির হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করা যায়,

সে-সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিল। বিশ্বনাথ হাসিয়া বলিয়াছিল—সে আর হবে না, দেবু-ভাই। চণ্ডীমণ্ডপটা বুড়ো হয়েছে, ও মরবে এইবার।

—বুড়ো হয়েছে? মরবে মানে?

—মানে, বয়স হলেই মানুষ যেমন বুড়ো হয়, তেমনি চণ্ডীমণ্ডপটা কতকালের বলতো? বুড়ো হয় নি?

চাল-কাঠামোর দিকে চাহিয়া দেবু বলিয়াছিল—ভেঙে নতুন করে করতে বলছ?

বিশ্বনাথ হাসিয়াছিল; বলিয়াছিল—রঙিন পেনী-ফ্রক পরলেই বুড়ো খোকা হয় না, দেবু-ভাই! এ যুগে ও চণ্ডীমণ্ডপ আর চলবে না। কো অপারেটিভ ব্যাঙ্ক করতে পার? কর-না ওই ঘরটাতে কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক, দেখবে দিনরাত লোক আসবে এইখানে। ধর্ণা দিয়ে পড়ে থাকবে।

তারপর সে অনেক যুক্তিতর্ক দিয়া দেবুকে বুঝাইতে চাহিয়াছিল—টাকাই সব। সেকালের ধর্মমত সামাজিক ব্যবস্থার ভিতরেও অতি সূক্ষ্ম কৌশলে নাকি ওই টাকাটাই ছিল ধর্ম, কর্ম, স্বর্গ, মর্ত নরক সমস্ত কিছুর ভিত্তি। ভিত্তির সেই টাকার মসলাটা আজ শূন্য হইয়া যাওয়াতেই এই অবস্থা!

দেবু বারবার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিল—না—না—না।

বিশ্বনাথ হাসিয়াছিল।

দেবু প্রতিবাদ করিয়া তীক্ষ্ণ-কণ্ঠে বলিয়া উঠিয়াছিল—ছি—ছি—ছি, বিশু ভাই। তুমি ঠাকুর মশায়ের নাতি, তোমার মুখে এ কথা শোভা পায় না। তোমার প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত।

বিশ্বনাথ আরও কিছুক্ষণ হাসিয়া অবশেষে বলিয়াছিল—আমি কতকগুলো বই পাঠিয়ে দেব, দেবু-ভাই, তুমি পড়ে দেখ।

—না। ওই সব বই ছুঁলে পাপ হয়। ও-সব বই তুমি পাঠিয়ো না।

সে প্রাণপণে আপন সংস্কারকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে। তাহাকে সে পুন-প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়। তাই নবান্নের দিনে অনিরুদ্ধকে এই চণ্ডী-মণ্ডপে পূজার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহাকে সামাজিক শাস্তি দিবার জন্য জগনের সহিত মিলিত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, সারা গ্রামটার আর একজনও কেহ তাহাদের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল না। অনিরুদ্ধও বিনা দ্বিধায় অবলীলাক্রমে ভোগ পূজার থালা তুলিয়া লইয়া চলিয়া গেল। অনিরুদ্ধের পিতৃপিতামহের কিন্তু এ সাধ্য ছিল না!

দেবু দিশাহারা হইয়া কয়েকদিন ধরিয়াই এইসব ভাবিতেছে। মধ্যে মধ্যে